235

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮

ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার প্রথা চালু করা হউক

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনে সর্বপ্রথম পাবলিক পরীক্ষা। প্রতি বৎসর বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া থাকে। হতাশা ও গ্লানির হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেকে আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নেয়। একজন পরীক্ষার্থী মাত্র এক বিষয়ে অকৃতকার্য হইলেও পরবর্তী বৎসর তাহাকে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই প্রথা শিক্ষার্থীর মেধা, সময় ও সুযোগের অপচয়ের একটি উপায়। ইহাতে একজন শিক্ষার্থীসহ একটি পরিবারকে আর্থিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। উত্তীর্ণ বিষয়সমূহে পুনরায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরীক্ষা দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে করি না। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী বৎসর শুধু অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইলে অনেকেরই উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও সমমানের সকল পরীক্ষায় এই নিয়ম প্রচলিত হইলে শিক্ষার্থিগণ মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে। এমতাবস্থায়, ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার প্রথা চালুর বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ম. লেহাজউদ্দীন বিশ্বাস
প্রধান শিক্ষক
বাকেরগঞ্জ জেএসইউ হাই স্কুল
বাকেরগঞ্জ।